ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1928-1938
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.417

বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবনদর্শনে প্রকৃতি চেতনা: একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক পাঠ

প্রতিমা হেম্ব্রম মান্ডি, *স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper analyzes the representation of the Baha or flower festival of the Santhal and other indigenous communities in Bengali literature, along with its inherent sense of nature consciousness. The festival is not merely a folk ritual; rather, it constitutes a fundamental pillar of indigenous worldview where nature and human life are inseparably intertwined. Tribal festivals are not characterized by grandeur but by a deep emotional and spiritual connection. They embody a harmonious relationship between life and culture, and between culture and everyday practices. Through these festivals, communities remember their ancestors and seek to ensure the well-being of both present and future generations.

Tribal festivals can broadly be categorized into three types based on their purpose: first, agrarian festivals; second, those related to the elimination of evil or wrongdoing and associated with hunting practices; and third, those that celebrate natural and mental beauty while welcoming nature and aspiring for renewed life.

According to the Santhal belief system, the world is permeated by Bonga—a spiritual force present in every element of existence, whether visible or invisible, animate or inanimate. This force is limitless and embodies supernatural power. As Bonga has no physical form, there are no temples dedicated to it; instead, it is worshipped through natural elements such as trees and stones, reflecting its omnipresence.

Using an eco-critical framework, this study explores how this festival is represented in the works of Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Nalini Bera, Samaresh Basu, Nihar Ranjan Ray, Ganesh Devy, and Mahasweta Devi, where it appears in diverse forms and dimensions.

The central argument of the study is that, in contrast to modern capitalism, indigenous ecological consciousness offers an alternative environmental philosophy rooted in harmony, sustainability, and coexistence with nature.

Keywords: Baha Festival, Bengali Literature, Indigenous Worldview, Nature Consciousness, Eco-criticism

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective):

- ❖ বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীর জীবন ও সংস্কৃতির উপস্থাপনার মধ্যে প্রকৃতি চেতনার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
- ❖ আদিবাসী সমাজে পালিত দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব বাহার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য অনুধাবন করা

- ❖ আদিবাসী জীবন দর্শনে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতার ধারনা বিশ্লেষণ করা।
- ❖ বাংলা সাহিত্য কর্মে এই বাহা উৎসব ও আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে তা সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা।
- ❖ আদিবাসী সমাজের উৎসব আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের মধ্যে কি ভাবে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক ভাবনা নিহিত আছে তা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে ব্যাখা করা।
- ❖ বাহা উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সহাবস্থান ও পরিবেশ চেতনার ধারণার প্রকাশ কিভাবে পায় তা অনুধাবন করা।

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি মূলত 'টোটেমিক' এবং অরণ্যকেন্দ্রিক। এই বাহা উৎসব ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শাল ও মহুয়া ফুলের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে নতুন জীবন কে আবাহন করে। আদিবাসী দর্শনে প্রকৃতি কোনো 'জড় সম্পদ' (Resource) নয়, বরং তা তাদের পরম 'জীবন্ত আত্মীয়' (Kinship)। বাংলা সাহিত্যে এ উৎসবের চিত্রায়ন শুধু যে নৃতাত্ত্বিক ভাবে করা হয়েছে তা নয়, বরং মানুষের সাথে প্রকৃতির জৈবিক ও আত্মিক সম্পর্কের এক শৈল্পিক বহিঃ প্রকাশ। এই প্রবন্ধটিতে বাহা উৎসবের মাধ্যমে আদিবাসী জীবন দর্শনের সেই গভীর সত্যটি অন্বেষণ করবে যা সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক কাঠামোয় অনন্য।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব 'বাহা' বা ফুল কেবল একটি ঋতুগত উৎসব নয় বরং এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক গভীর দার্শনিক মাধ্যম। বাংলা সাহিত্যে অরণ্যচারী মানুষের এই জীবন বোধ কিভাবে ধরা দিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করায় এই পাঠের উদ্দেশ্য।

বাহা উৎসবের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট :

অর্থ ও সময়: 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন শাল ও মহুয়া গাছে নতুন ফুল ফোটে, তখন এই উৎসব পালিত হয়।

আচার ও দর্শন: এই উৎসব না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা সারজম বাহা (শাল ফুল), মুরুপ বাহা (পলাশ ফুল), ইচাক বাহা খোঁপায় দিতে পারে না। এমনকি রান্নার কাজে সদ্যজাত কচি নিমপাতা ও ব্যবহার করে না। এই পরবের মধ্য দিয়েই তারা নতুন বছরের ফুল, পাতা, ফল ব্যবহার করতে শুরু করে। বাহা পরব সাধারনত তিন দিন ধরে চলে। পুজোর আগের দিন (উম মাহা) তারা তাদের বাসস্থান ও জাহের থানকে (পবিত্র উপাসনার স্থান) শুদ্ধিকরণ করে। পুজোর দ্বিতীয় দিন (সারদি মাহা) সকালে স্নান সেরে ছেলেরা পবিত্র সাদা ধুতি এবং মেয়েরা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে জাহের স্থানে জমায়েত হয়। নায়কে বাবা (পুরোহিত) প্রকৃতির উদ্দেশ্যে শাল ও মহুল ফুল অর্পণ করেন,তার পর মারাং বুরু, জাহেরএরা এবং মড়েক-তুরুইক বঙ্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। শেষে আশীর্বাদি ফুল হিসাবে সেই নতুন ফুলকে (শাল ও মহুয়া) নারীরা খোঁপায় আর পুরুষের কানে গুঁজে ধামসা মাদলের তালে খালি পায়ে নাচ গান করে।

পুজোর তৃতীয় দিন (বাসকে মাহা) হোলি বা কৃত্রিম রং ব্যবহার না করে তারা একে অপরকে জল ছিটিয়ে আনন্দ করে। (প্রথমে জল ধাত্রিমাতাকে অর্পণ করে তারপর একে অপরকে দেয়) আদিবাসী বিশ্বাস মতে, প্রকৃতিকে তুষ্ট না করে তার সম্পদ (নতুন ফুল , ফল, পাতা) ভোগ করা অনুচিত। এটি আধুনিক Environment Ethics বা পরিবেশগত নীতি শাস্ত্রের এক প্রাচীন রূপ।

আদিবাসী জীবন দর্শনের প্রকৃতি চেতনা: আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতি কোনো জড় বস্তু নয় বরং এক সজীব সত্তা। বাহা উৎসবে জল ছিটানো (বাহা দাঃ) বা শাল ফুল আদান-প্রদান সামাজিক সংহতি ও পুনর্জন্মের প্রতীক। এই জীবন দর্শনে মানুষ প্রকৃতির অধিপতি নয়, বরং তার অংশ- এই সত্যটিই প্রধান।

Literature Review (পূর্বতন গবেষণার পর্যালোচনা): বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় আদিবাসী সমাজের জীবন দর্শন এবং প্রকৃতি নির্ভর সংস্কৃতির বিষয়টি বিভিন্ন গবেষক ও সাহিত্যক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করেছেন।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯৪৯) তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' গ্রন্থে বাঙালী সমাজের প্রাচীন সাংস্কৃতিক বিকাশের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলার বহুলোকাচার, বিশ্বাস এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারার উৎস আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত। অন্যদিকে **মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৭)** তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম ও তাদের প্রকৃতি নির্ভর অস্তিত্বকে সাহিত্যিক আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় বন,পাহাড় ও প্রকৃতি কেবল পরিবেশ হিসেবে নয়,বরং আদিবাসী জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এর মাধ্যমে লেখিকা প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

গনেশ দেবী (২০০২) তাঁর 'Adivasi Voice and Identity' গ্রন্থে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়,ভাষা এবং জীবনদর্শনের আলোচনায় প্রকৃতির ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি মূলত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত হয়।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২০০৮) তাঁর 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ' গ্রন্থে- আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন উৎসব, বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার মধ্যে প্রকৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাহা উৎসবের মত বিভিন্ন উৎসব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে।

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি ও আদিবাসী জীবনের নিবিড় সম্পর্কের আলোচনা করতে গেলে **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** রচনার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর **'আরণ্যক'** উপন্যাসে অরণ্যকে কেন্দ্র করে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপন, তাদের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই রচনায় অরণ্যবাসী মানুষের জীবন প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে প্রতিফলিত হয়েছে। বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির নবজাগরণ এবং ফুল ফোটার সময়কে ঘিরে যে আনন্দ ও উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়, তা আদিবাসী সমাজের বাহা উৎসবের মত প্রকৃতিনির্ভর উৎসবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এখানে প্রকৃতিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহাবস্থানের ধারনা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে **সমরেশ বসুর** সাহিত্যেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এবং তাদের সাংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর রচনায় গ্রামীণ ও উপজাতীয় সমাজের জীবনধারা,বিশ্বাস এবং উৎসব - অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বসন্ত ঋতুকে কেন্দ্র করে পালিত উৎসব এবং প্রকৃতির নবজারণের সঙ্গে মানুষের আনন্দ ও সামগ্রিক চেতনাকে তিনি বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন। এই ধরনের সাহিত্যিক উপস্থাপনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে আদিবাসী সমাজে বাহা উৎসব কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয় বরং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মাধ্যম।

এছাড়া **রমেশচন্দ্র মুর্মু (২০১৫)** তাঁর সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থে - সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের নানাদিক বিশ্লেষন করেছেন। বিশেষ করে বাহা উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের ধারনা এই সমাজে কিভাবে প্রতিফলিত হয় তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

নলিনী বেরার শ্রেষ্ঠ গল্প **(বাসকে দাকা)** গল্পে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় উৎসব বাহা যে নিয়ম নীতি ও নিষ্ঠার সাথে উৎযাপন করা হয়েছে তারই বিশদ আলোচনা রয়েছে।

এই সকল গবেষণা ও সাহিত্যকর্ম থেকে স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন মূলত প্রকৃতিনির্ভর এবং তাদের উৎসব আচার ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবন দর্শনের মধ্যে প্রকৃতির চেতনার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষন এখনও তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণাটি সেই দিকটি বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস।

তালিকা - ১

তালিকা আকারে লেখকদের নাম ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

লেখকের নাম ও সাল	গ্রন্থ/ প্রবন্ধের নাম	মূল বিষয়বস্তু
নীহাররঞ্জন রায় (১৯৪৯)	বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব	বাংলার প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । তাদের প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারা ও আচার-অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির একটি প্রাচীন ভিত্তি তৈরি করেছে ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৯)	আরণ্যক	অরণ্য অঞ্চলের মানুষের জীবন, প্রকৃতির সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক এবং অরণ্য ভিত্তিক জীবন দর্শন অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তিত হয়েছে ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৯)	পথের পাঁচালী	গ্রামীন জীবনের বাস্তবতা, প্রকৃতির সাথে মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক এবং লোকজ সংস্কৃতির প্রভাব উপন্যাসে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ।
লেখকের নাম ও সাল	**গ্রন্থ/ প্রবন্ধের নাম**	**মূল বিষয়বস্তু**
সমরেশ বসু (১৯৭৭)	মহাকালের রথের ঘোড়া	গ্রামীণ ও প্রান্তিক সমাজের জীবন সংগ্রাম এবং প্রকৃতি নির্ভর জীবনধারা উপন্যাসের প্রতিফলিত হয়েছে ।
মহাশ্বেতা দেবী (১৯৭৭)	অরণ্যের অধিকার	আদিবাসী সমাজের জীবন সংগ্রাম, বনভূমির সঙ্গে তাদের অস্তিত্বগতভাবে সম্পর্ক এবং সংস্কৃতির পরিচয় সাহিত্যিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।
গণেশ দেবী (২০০২)	Aadivasi voice and identity	আদিবাসী সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২০০৮)	আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ	আদিবাসী উৎসব, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।
রমেশচন্দ্র মূর্মু (২০১৫)	সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি	সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন, বাহা উৎসবের তাৎপর্য এবং প্রকৃতির সাথে তাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।
আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৮২)	বাংলার লোকসংস্কৃতি	বাংলার লোকজ উৎসব আচার ও বিশ্বাসে প্রকৃতি চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে ।
ভেরিয়ার এলউইন (১৯৬৪)	The Tribal World of Verrier Elwin	ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতিনির্ভর বিশ্বাসের বিশদ আলোচনা রয়েছে।

লেখকের নাম ও সাল	**গ্রন্থ/ প্রবন্ধের নাম**	**মূল বিষয়বস্তু**
সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২০০৫)	আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি	আদিবাসী সমাজের সামাজিক কাঠামো, উৎসব, আচার অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
নলিনী বেরা (২০০৩)	বাসকে দাকা	সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয় উৎসব বাহা যে নিয়ম নীতি ও নিষ্ঠার সাথে উদযাপন করা হয়েছে তারই বিশদ আলোচনা রয়েছে।

RESEARCH GAP (গবেষণার অন্তরাল) :

পূর্ববর্তী অধিকাংশ গবেষণায় আদিবাসী উৎসবকে কেবল নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিচের অভাবগুলো থেকে স্পষ্ট হয়: বাহা উৎসবটিকে আধুনিক ইকো-ক্রিটিসিজম এবং পরিবেশগত নীতি শাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিস্তারিত বিশ্লেষণের অভাব।

বিদ্যমান গবেষণায় ভারতীয় আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায়। সাঁওতাল সমাজের ধর্মীয় আচার, উৎসব ও জীবন দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা

থাকলেও সেগুলির অধিকাংশই উৎসবটিকে একটি সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী জীবনচিত্র নিয়ে যে সমালোচনা মূলক পাঠ বিদ্যমান, সেখানে উৎসব-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি চেতনা-বিশেষত বাহা উৎসব -স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে ওঠেনি।

এছাড়াও, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদিবাসী জীবনকে প্রায়শই দারিদ্র, বঞ্চনা ও সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু উৎসব, আনন্দ ও সমষ্টিক সংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পাঠ তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত।

বাহা উৎসব যে বর্তমান বিশ্ব পরিবেশ সচেতনতার একটা বড় অবদান তা সেইভাবে কোন গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। ফলে বাহাউৎসবের মতো একটি প্রকৃতিনির্ভর, পুনর্জীবনমূলক আচার কিভাবে সাহিত্যিক ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে তা উপেক্ষা থেকেছে-সেই বিষয়ে একটি সুসংহত সাহিত্যাত্বিক বিশ্লেষণের অভাব রয়ে গেছে।

উত্তর-উপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্বের আলোকে বাহা উৎসবকে একটি counter-cultural discourse হিসেবে পাঠ করার উদ্যোগ বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এখনো পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হয়নি। এই প্রবন্ধ সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রাথমিক প্রয়াস।

মূল ধারার বাঙালি লেখকদের বাহা উৎসবকে কেন্দ্র করে যে পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি তা বাংলা সাহিত্যে কোথাও পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচিত হয়নি।

METHODOLOGY (গবেষণা পদ্ধতি):

এই গবেষণায় গুণগত বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative descriptive research method) ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচিত উপন্যাস ও কবিতা এবং মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ ও নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য অভিন্ন লেখক এর উল্লেখযোগ্য লেখা গুলির বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তথ্যগুলি লক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ANALYSIS & DISCUSSION (বিশ্লেষণ ও আলোচনা):

বাংলা সাহিত্যে বাহা উৎসব (ফুল উৎসব) সাঁওতাল আদিবাসী জীবনের প্রকৃতির সাথে একাত্মতা, বসন্তের আগমন এবং নবজীবনের উৎসবের একটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক দলিল। শাল-মহুয়া ফুলের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই উৎসব প্রকৃতি পূজা এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের রূপক হিসেবে সাহিত্যে, বিশেষ করে মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী-ভিত্তিক লেখায় প্রতিফলিত হয়।

আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন ও জীবনদর্শন প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজে পালিত বাহা উৎসব প্রকৃতির নবজাগরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বসন্ত ঋতুতে যখন প্রকৃতিতে নতুন ফুল ও পাতা ফোটে, তখন এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বিভিন্ন গবেষক ও সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় আদিবাসী সমাজের এই প্রকৃতিনির্ভর জীবনচেতনার বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বাংলার প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মতে, বাংলার বহু লোকাচার, বিশ্বাস ও উৎসবের মধ্যে প্রকৃতিনির্ভর জীবনধারার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাহা

উৎসবকে কেবল একটি উপজাতীয় উৎসব হিসেবে নয়, বরং প্রকৃতিনির্ভর সাংস্কৃতিক চেতনার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রকৃতি ও অরণ্যবাসী মানুষের জীবন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর অরণ্যক উপন্যাসে অরণ্যাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের বিশ্বাস এবং প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই রচনায় অরণ্য কেবল একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়; বরং মানুষের জীবন ও অনুভূতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপস্থিত। একইভাবে পথের পাঁচালী উপন্যাসেও গ্রামীণ সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক এবং লোকজ সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সমরেশ বসুর সাহিত্যেও গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্চা এবং প্রকৃতিনির্ভর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর মহাকালের রথের ঘোড়া - সামাজিক বাস্তবতার একটি জীবন্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এই রচনাগুলিতে প্রকৃতি মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এবং তাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম, বনভূমির সঙ্গে তাদের অস্তিত্বগত সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে বনভূমি কেবল জীবিকার উৎস নয়; বরং এটি আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাহা উৎসবের মতো প্রকৃতিনির্ভর উৎসবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে গণেশ দেবী তাঁর Adivasi Voice and Identity গ্রন্থে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্কের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এবং এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদের গবেষণায় আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে লোকজ উৎসব, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসবগুলির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সামাজিক ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

রমেশচন্দ্র মুর্মু তাঁর সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে বাহা উৎসবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, বাহা উৎসব বসন্তের নবজাগরণকে উদযাপন করার পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক মাধ্যম।

এছাড়া ভেরিয়ার এলউইন তাঁর গবেষণায় ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতিনির্ভর বিশ্বাসের বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে আদিবাসী সমাজের উৎসব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রকৃতির একটি গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে।

এই সমস্ত সাহিত্য ও গবেষণার আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শনে প্রকৃতি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। বাহা উৎসব সেই প্রকৃতিনির্ভর জীবনচেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের রচনার মাধ্যমে এই প্রকৃতি চেতনার বহুমাত্রিক রূপ

প্রতিফলিত হয়েছে, যা আদিবাসী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও জীবনদর্শন বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক পাঠ:

প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা: বাহা মানে 'ফুল' বা 'কুমারীকন্যা' এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা প্রকৃতির সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে, যেখানে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে গণ্য করে।

বসন্ত ও নবায়নের গান: ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন শাল গাছে ফুল ফোটে, তখন এই উৎসব হয়। এটি আদিবাসীদের নববর্ষের উৎসব, যা নতুন জীবনের প্রতীক।

সাংস্কৃতিক আচার: বাহা উৎসবে শাল ও মহুয়ার সদ্যজাত নতুন ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করার পরই নতুন ফুল-ফল ও পাতা ব্যবহার করা শুরু হয় । এই উৎসবের আগে সাঁওতাল নারীরা ফুল খোঁপায় দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

সাহিত্যে প্রতিফলন: মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখকরা আদিবাসী জীবনে এই উৎসবকে মিথ এবং প্রকৃতির উপাদানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন । এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজের আত্মপরিচয়, প্রতিবাদ এবং সংস্কৃতি রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে।

বাহা বনাম আধুনিকতা: আধুনিক 'উন্নয়ন' (খনি খনন বা বন উজাড়) বাহা উৎসবের আচারের উপর প্রভাব ফেলছে। আদিবাসী লেখকরা এখন এই উৎসবকে 'Cultural Resistance' বা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

আচারতত্ত্ব (Ritual Theory): বাহা উৎসবে ব্যবহৃত 'শাল ফুল' কেবল একটি ফুল নয়, এটি একটি Totem (টোটেম)। আদিবাসী দর্শনে টোটেম মানে হলো মানুষের সাথে প্রকৃতির আত্মীয়তা।

পরিবেশগত ন্যায্যতা (Environmental Justice): আদিবাসী লেখক গ্ল্যাডসন ডুংডুং-এর মতে, বাহা উৎসব প্রমাণ করে যে আদিবাসীরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'বনরক্ষক'। তাদের ধর্মতত্ত্ব আসলে একটি 'সংরক্ষণ নীতি'।

রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের সারল্য ও প্রকৃতির অতীন্দ্রিয় রূপ ফুটে উঠেছে।

বাস্তববাদী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি: মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে (যেমন: 'অরণ্যের অধিকার') বাহা বা সোহরায়ের মতো উৎসবগুলো কেবল সংস্কৃতি নয়, বরং আদিবাসীদের **অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই** এবং জল-জঙ্গল-জমিনের ওপর তাদের অধিকারের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।

বাহা উৎসব একটি প্রাকৃতিক নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics):

বাহা উৎসবে শাল বা মহুয়া ফুল দেবতার চরণে অর্পণের আগে ব্যবহার না করার যে প্রথা, তা মূলত আধুনিক 'Conservation Law' বা সংরক্ষণ আইনের প্রাচীন রূপ। এটি প্রমাণ করে যে, আদিবাসী জীবনদর্শন 'ভোগবাদী' নয়, বরং 'সহাবস্থানবাদী'।

ইকো-ফেমিনিজম ও বাহা: ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ - নারীবাদ হল রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক এমন একটি আন্দোলন যা নারী - নিপীড়ন এবং প্রকৃতি শোষণের মধ্য ঐতিহাসিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। পুরুষতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থা নারীদের ওপর যেভাবে আধিপত্য বিস্তার করে ঠিক একইভাবে প্রাকৃতিক বিশ্বের ওপর ও শোষণ চালায়। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঁসোয়া দ্যুবন প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

বাহা উৎসবে জল ছিটানোর প্রথা এবং নারীদের শাল ফুল মাথায় পরা কেবল সৌন্দর্য নয়, বরং প্রকৃতির প্রজনন ক্ষমতার সাথে নারীর সৃজনশীলতাকে একীভূত করা। ইকোফেমিনিজম কেবল নারীর অধিকারের কথা বলে না সাথে প্রকৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের শোষণমুক্ত একটি সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ার ডাক দেয়। এক কথায় ইকোফেমিনিজম প্রকৃতি সুরক্ষা এবং নারীদের ক্ষমতায়নকে এক সূত্রে গাঁথে। নির্মলা পুতুলের কবিতায় দেখা যায়, প্রকৃতি ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো আদিবাসী নারীর মর্যাদা ও অস্তিত্বের অবমূল্যায়ন।

তালিকা - ২

বিভিন্ন গ্রন্থে বাহা উৎসব ও প্রকৃতি-ভাবনার বিশ্লেষণ:

লেখকের নাম	গ্রন্থ/ রচনা	মূল বিশ্লেষণ	বাহা উৎসব ও প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব	বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।	আদিবাসী সংস্কৃতির প্রকৃতিনির্ভর উৎসব যেমন বাহা উৎসব বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারাকে বোঝাতে সাহায্য করে।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আরণ্যক	অরণ্যবাসী মানুষের জীবন, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্ক ও জীবন দর্শন তুলে ধরা হয়েছে।	অরণ্য ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে যে জীবনচেতনা দেখা যায় তা উৎসবের প্রকৃতি নির্ভর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী	গ্রামীণ সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে।	প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের ধারণা আদিবাসী উৎসব ও জীবন দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত।
সমরেশ বসু	মহাকালের রথের ঘোড়া	প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম ও সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।	গ্রামীণ ও উপজাতীয় সমাজের জীবনধারায় প্রকৃতিনির্ভর সংস্কৃতির উপস্থিতি দেখা যায়।
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার	আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম ও বনভূমি সংকেত তাদের সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।	বনভূমি ও প্রকৃতি আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ, যা বাহা উৎসবের প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত।
গনেশ দেবী	Aadivasi Voice and Identity	আদিবাসী সমাজের ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের আলোচনা করেছেন।	আদিবাসী উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতির কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

লেখকের নাম	গ্রন্থ/ রচনা	মূল বিশ্লেষণ	বাহা উৎসব ও প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক
বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ	আদিবাসী উৎসব, আচার ও বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করেছেন।	বাহা উৎসব এর মতো উৎসবের মাধ্যম প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের বিষয়টি বোঝা যায়।
রমেশচন্দ্র মুর্মু	সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি	সাঁওতাল সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন বিশ্লেষণ করেছেন।	বাহা উৎসব বসন্তের নবজাগরণ ও প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতীক।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলার লোকসংস্কৃতি	বাংলার লোকজ উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের আলোচনা করেছেন।	লোকসংস্কৃতিতে প্রকৃতির প্রভাব এবং উৎসবের মাধ্যমে তার প্রকাশ দেখা যায়।
ভেরিয়ার এলউইন	The Tribal World off Verrier Elwin	ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনধারা ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।	আদিবাসী উৎসব ও ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

LIMITATION (সীমাবদ্ধতা):

১. অনেক আদিবাসী লোককথা অলিখিত থাকায় এবং সাঁওতালি বা কুড়ুখ ভাষার অনেক উপমা বাংলায় হুবহু অনূদিত না হওয়ায় গবেষণায় কিছুটা ভাষাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২. এই গবেষণায় মূলত পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তের আদিবাসী জীবনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

CONCLUSION (উপসংহার):

বাহা উৎসব ও আদিবাসী জীবনদর্শন প্রমাণ করে যে, প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে আসলে নিজেকেই রক্ষা করা। বাংলা সাহিত্য এই উৎসবকে ধারণ করার মাধ্যমে আমাদের সামনে এক 'বিকল্প আধুনিকতার' প্রস্তাব রাখে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকটে আদিবাসীদের এই 'প্রকৃতি-কেন্দ্রিক' জীবনদর্শনই হতে পারে আগামীর বিশ্বের বাঁচার পথ।

এই গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাদের সামাজিক রীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উৎসবের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার ধারণা প্রতিফলিত হয়। সাঁওতাল সমাজে পালিত বাহা উৎসব মূলত বসন্ত ঋতুর আগমনের সঙ্গে যুক্ত এবং এটি প্রকৃতির নবায়ন ও জীবনের পুনর্জাগরণকে উদযাপন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানের ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের রচনায় অরণ্য, প্রকৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর রচনায় গ্রামীণ ও অরণ্যাঞ্চলের মানুষের জীবন ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র দেখা যায়, তা আদিবাসী

জীবনদর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এসব সাহিত্যকর্মে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়; বরং মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অনুভূতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উপস্থিত।

অতএব বলা যায় যে বাহা উৎসব আদিবাসী সমাজে প্রকৃতিনির্ভর জীবনচেতনার একটি প্রতিকী প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে এই উৎসব ও তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি চেতনার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন সম্পর্কে একটি গভীর উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। এলউইন, ভেরিয়ার। The Tribal World of Verrier Elwin। Oxford University Press, **১৯৬৪, London**।

২। চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৫ কলকাতা।

৩। দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ। আদিবাসী সংস্কৃতি ও সমাজ। প্রগতিশীল প্রকাশনী, ২০০৮, কলকাতা।

৪। দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৭, কলকাতা।

৫। দেবী, গণেশ। **Adivasi Voice and Identity**। **Orient Blackswan**, ২০০২, **New Delhi**।

৬। বসু, সমরেশ। মহাকালের রথের ঘোড়া। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।, ১৯৫৫, কলকাতা।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। মিত্র ও ঘোষ, ১৯২৯, কলকাতা ।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। গুরদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৯২৯, কলকাতা।

৯। বেরা, নলিনী। শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা প্রকাশনী, ২০০৩, কলকাতা ।

১০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসংস্কৃতি। ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২, কলকাতা।

১১। মুর্মু, কালোচাঁদ। সাঁওতাল সমাজের উৎসব ও সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ২০১০, কলকাতা।

১২। মুর্মু, রমেশচন্দ্র। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৫, কলকাতা।

১৩। রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪৯, কলকাতা।

১৪। সেন, দীনেশচন্দ্র। বৃহৎ বঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ১৯২০, কলকাতা।